''অসীম জগতের সেবার সাধন - আত্মিক পার্সোনালিটির দ্বারা দৃষ্টি দিয়ে ভরপুর করে দেওয়া''

আজ বাপদাদা নিজের অনেক কল্প ধরে মিলিত হওয়া অতিপ্রিয়, হারানিধি বাচ্চাদের সাথে পুনরায় মিলিত হতে এসেছেন। অব্যক্ত মিলন তো সর্বদাই পালন করতে থাকো কিন্তু অব্যক্ত থেকে ব্যক্ত রূপে মিলিত হওয়ার জন্য সকল বাচ্চারা ভারত তথা বিদেশ থেকে পুনরায় নিজের ঘরে পৌঁছে গেছে। বাপদাদা দেখছেন যে চারিদিকের বাচ্চারা নিজের নিজের স্থানে থেকেই মিলিত হচ্ছে । এই মিলন হলো আত্মিক অলৌকিক মিলন। এই মিলনে বাপদাদা আর বাচ্চাদের স্নেহের সাকার স্বরূপ রয়েছে ।

আজ বাপদাদা নিজের বাচ্চাদের আত্মিক পার্সোনালিটিকে দেখছিলেন। প্রত্যেক বাচ্চার আত্মিক পার্সোনালিটি কতো শ্রেষ্ঠ। এইরকম আত্মিক পার্সোনালিটি সমগ্র কল্পে আর কারো মধ্যে থাকে না, কেননা তোমাদের সকলের মধ্যে পার্সোনালিটি তৈরী করে দিচ্ছেন উঁচুর থেকেও উঁচু বাবা। তোমরাও নিজেদের পার্সোনালিটিকে জানো তাই না? সবথেকে শ্রেষ্ঠ পার্সোনালিটি হলো - স্বপ্ন বা সংকল্পেও সম্পূর্ণ পিওরিটির পার্সোনালিটি। নম্বরের ক্রমানুসারে আছে কিন্তু তথাপি বিশ্বের সকল আত্মাদেরকে থেকে শ্রেষ্ঠ। তো বাপদাদা প্রত্যেকের ললাট থেকে পার্সোনালিটির ঝলক দেখছিলেন। পিওরিটির সাথে সাথে সকলের চেহারা আর চলনে আত্মিকতারও পার্সোনালিটি আছে। আর পার্সোনালিটি কেমন হয়? যে সর্ব খাজানাতে সম্পন্ন হয়, তারও পার্সোনালিটি থাকে কিন্তু যত বড় সম্পন্ন আত্মাই হোক, তোমাদের সামনে সেই সম্পন্ন আত্মাও কিছু নয়, কেননা সেও অবিনাশী সুখ-শান্তির খাজানাতে অপূর্ণ রয়েছে। তোমাদের কাছে যা কিছু সম্পত্তি আছে তার সামনে অরব-খরবপতিও বাবার কাছে সুখ-শান্তি প্রার্থণা করে আর তোমরা সর্বদা অবিনাশী খাজানাতে ভরপুর আছো। সেই স্থুল খাজানা আজ আছে, কাল নাও থাকতে পারে কিন্তু তোমাদের খাজানা না কেউ লুঠ করতে পারবে, না কোনও আত্মা খাজানাকে নড়াতে পারবে। অসীম এবং অখন্ড। বাচ্চারা এইরকম পার্সোনালিটি তোমাদের মধ্যে আছে। সবথেকে উঁচুর থেকে উঁচু পার্সোনালিটি তথাপি আত্মাদের দ্বারা, বিনাশী ধন দ্বারা, বিনাশী অক্যুপেশনের দ্বারা তৈরী হয় বা বলা হয় কিন্তু তোমাদের মধ্যে উঁচুর থেকেও উঁচু পরমাত্মা শ্রেষ্ঠ পার্সোনালিটি বানিয়ে দিয়েছেন তো নিজের উঁচু পার্সোনালিটির আত্মিক নেশা থাকে? যদি থাকে তাহলে হাত নাড়াও।

এত শ্রেষ্ঠ পার্সোনালিটি যুক্ত আত্মাদেরকে দেখে বাবার অনেক খুশী হয়। তোমাদেরও হয়? বাপদাদা বাচ্চাদের এইরকম শ্রেষ্ঠত্বকে দেখে কোন্ গান করেন, জানো? তোমরাও গাও, বাবাও গাইছেন। বাবার গান শুনতে পাও নাকি টেপের গান শোনো? বাপদাদার টেপ সবার থেকে আলাদা হবে তাই না, অটোমেটিক। চালানোর জন্য পরিশ্রম করতে হবে না। আর হৃদয়ের গীত হৃদয়বানেরাই শুনতে পারে। কেবল কান থাকলেই হবে না, হৃদয় থাকতে হবে। তো তোমরা সবাই হৃদয়বান, তাই না? দিলবালা মন্দিরে তোমাদের চিত্র আছে তাই না? সবাই নিজের নিজের চিত্র দেখেছো? বাপদাদা তো সর্বদাই বাচ্চাদের চিত্র আর চরিত্র দেখতে থাকেন। তো আজ পার্সোনালিটি দেখছিলেন। সর্বদা এই পার্সোনালিটি স্মৃতিতে যেন ইমার্জ থাকে। আছেই, নয়। আছে, দেখা যাবে। অনুভব হবে। সর্বদা এই পার্সোনালিটিতে থাকা আত্মাদের লক্ষণ কেমন হবে? যে লক্ষণ দেখে বোঝা যাবে এ নিজের পার্সোনালিটিতে আছে? যদি এই আত্মিক পার্সোনালিটি ইমার্জ রূপে থাকে তো তার নয়ন তার চেহারা, চলন, সংকল্প আর সম্বন্ধ সবকিছুতেই প্রসন্নতা থাকবে। সদা প্রসন্নচিত্ত, প্রশ্ন চিত্ত নয়, প্রসন্ন চিত্ত। যদি প্রশ্নচিত্ত থাকে তাহলে চাল-চলনে পার্সোনালিটি থাকবে না। চেহারাতেও প্রসন্নতার ঝলক থাকবে না। যাকিছু হয়ে যাক পার্সোনালিটি যুক্ত আত্মার প্রসন্নতা অবগুন্ঠনে থাকবে না। মার্জ হতে পারবে না। প্রসন্নচিত্ত আত্মা, যদি কোনও আত্মা অপ্রসন্ন থাকে, অশান্ত থাকে তাহলে নিজের প্রসন্নতার দৃষ্টি দিয়ে সেই অপ্রসন্ন আত্মাকে প্রসন্ন করে দেবে। বাবার গায়ন হলো - "দৃষ্টি দিয়ে ভরপুর করে দেওয়া", এই গায়ন কেবল বাবার নয়, তোমাদেরও গায়ন। আর এখন সময় অনুসারে সময় যত নিকটে আসছে, তো দৃষ্টি দিয়ে ভরপুর করে দেওয়া সেবা করার সময় আসছে। সাত দিনের কোর্স হবে না, এক দৃষ্টিতেই প্রসন্নচিত্ত হয়ে যাবে। হৃদয়ের আশা তোমাদের দ্বারা পূর্ণ হয়ে যাবে। তো সবাই কী ভাবছো? সেবার আদি রত্নরা কী ভাবছো? এই রকম সেবা করতে পারবে তাই না?

এখন দেখো, তোমরা ৪০ বছর বা তার বেশী সেবা করছো, কারো ১-২ বছর কম হতেও পারে, আবার কারো বেশী হবে। এখন তোমরা তোমাদের সাথীদেরকে এই সেবা করা শিখিয়ে দিয়েছো আর নিমিত্তও বানিয়ে দিয়েছো। এখন তোমরা কী

করবে? সেই সেবা তো তারাও করছে। তোমরা হলে আদি রত্ন তো তোমরা সকলের থেকে আলাদা সেবা করবে তাই না? এখন তাহলে উৎসব পালন করবে নাকি কতজনকে দৃষ্টি দিয়ে ভরপুর করবে? ৯ লক্ষের মধ্যে কতজনকে তৈরী করেছো? টোটাল ৩৩ কোটি, তারমধ্যে ৯ লাখ তো কিছুই নয়। বীজ তো এখানেই রোপন করতে হবে তাই না? তো দেখবো যে সেবার আদি রত্নরা আর কী কী কামাল করে দেখাবে। এই কামাল তো করে দেখিয়েছো, সেবাকেন্দ্র বানিয়েছো, ভালো ভালো প্রোগ্রাম করেছো, তারজন্য তো পদ্মগুণ অভিনন্দন। দুই প্রকারের বাচ্চা আছে, যারা প্রথম দিকের তারা হলো স্থাপনার নিমিত্ত বাচ্চা, আর তোমরা হলে বিশেষ সেবার আদি বাচ্চা। এই দাদীরা হলেন বৃক্ষের মূল শিকড় আর তোমরা সবাই সেবার আদি রত্নরা হলে কান্ড। তো কান্ড তো মজবুত হয় তাই না। কান্ডই সবকিছুর আধার হয়। কান্ড থেকেই সকল শাখা প্রশাখা বের হয়। শিকড় তো সূক্ষ্মরূপে শক্তির জোগান দেয়, কিন্তু যেটা প্র্যাক্টিক্যালে হয়, দেখা যায়, সেটা কান্ডই দেখা যায়। তো দাদীরা এখন গুপ্ত হয়ে গেছেন, সাকাশ প্রদানকারী আর প্র্যাক্টিক্যাল স্টেজে আসার নিমিত্ত তোমরাই হয়েছো, (সম্মান সমারোহে আগত সকল বড় দিদিদেরকে বাবা হাত তুলতে বললেন) এইজন্য বাবা কাজ দিচ্ছেন। সমারোহ তো খুব ভালো পালন করেছো তাই না। বাপদাদা সব দেখেছেন। সজ্জিত মূর্তিদের দেখেছেন। সেই সময় তো তোমাদেরও এই আত্মিক অনুভব হয়েছিল যে আমরা হলাম চৈতন্য মূর্তি। এইরকমই মনে হচ্ছিল যেন সজ্জিত মূর্তিগুলি মন্দির থেকে শান্তিবনে পৌঁছে গেছে।

তো বাপদাদা এখন বাচ্চাদের থেকে এটাই চাইছেন যে এখন ফাস্ট সেবা শুরু করো। যেটা হয়ে গেছে সেটা খুব ভালো হয়েছে। এখন সময় অনুসারে অন্যদেরকেও বেশী করে বাণীর দ্বারা সেবা করার চান্স দাও। এখন অন্যদেরকেও মাইক বানাও, তোমরা মাইট হয়ে সকাশ দাও। তো তোমাদের সকাশ আর তাদের বাণী, এটা ডবল কাজ করবে। তবেই ৯ লাখ সহজেই তৈরী হয়ে যাবে। মনে করো এখন তোমরা ফাংশানে বসে আছো বা অন্য মহারথীরাও আছে তো মহারথীদের এখন সেবা হলো - সবাইকে সকাশ দেওয়া। অসীম জগতের সেবার ময়দানে আসা। যখন বাবা অব্যক্ত বতনে, এক স্থানে বসে বিশ্বের চারিদিকের বাচ্চাদেরকে পালনা দিতে পারেন, দিচ্ছেন তাহলে তোমরা কী এক স্থানে বসে বাবার সমান অসীম জগতের সেবা করতে পারবে না? আদি রত্ন অর্থাৎ ফলো ফাদার। অসীম জগতে সাকাশ দাও। কোনও কোনও বাচ্চা আমাকেও জিজ্ঞাসা করে আবার নিজেদের মধ্যেও আলোচনা করে - অসীম জগতের বৈরাগ্য কিভাবে আসবে? দেখা তো যায় না, কিন্তু অসীম জগতের সেবাতে নিজেকে ব্যস্ত রাখো তাহলে অসীম জগতের বৈরীগ্য স্বতঃতই এসে যাবে। কেননা এই সকাশ দানের সেবা নিরন্তর করতে পারো, এতে শরীর ভালো থাকার কথা, সময়ের কথা - এটা সহজ হয়ে যায়। দিন রাত এই অসীম জগতের সেবা করতে পারবে। যেরকম ব্রহ্মা বাবাকে দেখেছিলে - রাতে কিভাবে চোখ খুললেন আর অসীম জগতে সকাশ দেওয়ার সেবা হতে থাকলো। তো এই অসীম জগতের সেবা এতই ব্যস্ত করে দেবে যে অসীম জগতের বৈরাগ্য স্বতঃতই হৃদয়ে আসবে। প্রোগ্রামের দ্বারা নয়। এটা করবো, ওটা করবো - এই প্ল্যান তো বানিয়ে থাকো, কিন্তু অসীম জগতের সেবাতে বিজি থাকবে - এটাই হলো সবথেকে সহজ সাধন কেননা যখন অসীম জগতের সকাশ দেবে তখন নিকটে থাকা আত্মারা তো অটোমেটিক সকাশ নিতে থাকবে। এই অসীম জগতের সকাশ দানের সেবার দ্বারা বায়ুমন্ডল অটোমেটিক তৈরী হয়ে যাবে। এখন এটা চিন্তা করো'না যে এতগুলো সেন্টারের দায়িত্ব আছে বা জোনের দায়িত্ব আছে! তোমাদের সবাইকে স্টেটের রাজা হতে হবে নাকি বিশ্বের? কি হবে? বিশ্বের, না! যদি আদি রত্ন হও তাহলে বিশ্বের সকাশদাতা হও। যদি ২০ সেন্টার, ৩০ সেন্টার বা দুই আড়াই শো সেন্টার বা জোন, এটা বুদ্ধিতে থাকে তো এটা কান্ডে থাকা আত্মাদের কাজ নয়। এটা তো শাখা প্রশাখারাও করতে পারবে। তোমরা তো হলে কান্ড। কান্ড থেকে সকলের প্রতি সকাশ পৌঁছায়। তোমরা সকলেও এটা চিন্তা করো যে অসীম জগতের বৈরাগ্য আনতে হবে, এটা তো খুবই ভালো। এখন বিনাশ হবে। কিন্তু ৯ লাখই তৈরী করিনি, তো সত্যযুগের আদিতে আগত সংখ্যাই তৈরী হয়নি আর বিনাশ হয়ে গেলে সত্যযুগে কারা আসবে? ২-৩ হাজারের উপর রাজ্য করবে কি? ৪-৫ লাখের উপর রাজ্য করবে? এইজন্য এখন অসীম জগতের সেবার পার্ট আরম্ভ করো। পান্ডবরা কী চিন্তা করছো? অসীম জগতের সেবা করবে, তাই না? পান্ডব তৈরী আছো? এই সীমিত জায়গার কথা অসীম জগতে গেলে নিজে থেকেই মুক্ত হয়ে যাবে। মুক্ত করতে চাইলে মুক্ত হবে না। অসীম জগতের সকাশের দ্বারা পরিবর্তন হওয়াই হলো ফাস্ট সেবার রেজাল্ট।

বাপদাদা জানেন যে স্পর্শকাতর (বিরোধীতার) পরিস্থিতিগুলিতে নিমিত্ত হওয়া আত্মারা সেবার প্রত্যক্ষ প্রমাণ দিয়েছে। কিন্তু তোমাদের সকলের ফাউন্ডেশন বা সেকেন্ডের পরিবর্তনের মূল অনুভব এটাই হল যে ব্রহ্মা বাবাকে দেখলে আর ব্রাহ্মণ হয়ে গেলে। সেবার বরদান পেলে আর সেবাতে লেগে গেলে। বাপদাদা সকলের অনুভবও শুনেছেন। সবাই ভালো অনুভব শুনিয়েছে। তো যেরকম তোমাদের অনুভব, ব্রহ্মা বাবাকে দেখলে আর চিন্তাও করতে হল না। সহ্য করারও অনুভব হল না, যে সহ্য করছি। বড় কথা মনে হয়নি। এইরকম এখন প্রত্যেক শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ আত্মাকে দেখবে আর

আত্মাদের মধ্যে (ব্রাহ্মণ আত্মাদের মধ্যে) ব্রহ্মা বাবাকে দেখবে। এটাই হলো সেবার ফাস্ট সাধন, ব্রহ্মা বাবা কি তোমাদেরকে কোর্স করিয়েছেন? কোর্স তো পরে করেছো। কিন্তু প্রথমে ব্রহ্মা বাবাকে দেখেছো আর ব্রাহ্মণ হয়ে গেছো। তো যেরকম ব্রহ্মা বাবার মধ্যে শিব বাবা সমাহিত ছিলেন তাই পরিশ্রম করতে হয় নি। এইরকম তোমরা সবাইও বাপদাদাকে নিজের মধ্যে সমাহিত করে সবাইকে দৃষ্টি দিয়ে ভরপুর করে দাও। যেটা তোমাদের সকলের অনুভব আছে, অনুভবী তোমরা। দেখেছো আর ফিদা (মোহিত) হয়ে গেছো। যেরকম এখন মনে করে, ট্রেনিং নেয় পুনরায় ট্রায়াল করে, তারপর কেউ চলে যায়, কেউ থেকে যায়। এত পরিশ্রম তোমরা করেছো? ট্রেনিং করেছিলে কী? ট্রায়াল করেছিলে কী? ব্যস্ এলে আর হারিয়ে গেলে। এইরকম সেবা যখন এক ব্রহ্মা বাবা করেছিলেন তো তোমরা এত ব্রাহ্মণ আত্মারা কী করতে পারবে না? তোমাদের পার্সোনালিটি সবাইকে নিজের অনুভব করাবে। ব্রহ্মা বাবারও পার্সোনালিটি ছিল তাই না। তা যেমন চেহারাতেও ছিল তেমনই চরিত্রেও ছিল, কিন্তু পার্সোনালিটি ছিল তাই তো আকৃষ্ট হয়েছিলে। তো ফলো ফাদার। যখন বাবা তোমাদেরকে আদিতে নিমিত্ত বানিয়েছিলেন তো যারা প্রথম দিকের আত্মা, সেবার নিমিত্ত বা স্থাপনার ফাউন্ডেশন তাদেরকে শেষ পর্যন্ত সেবাতে থাকতেই হবে। শরীরের (বয়সের) কারণে চারিদিকে চক্র লাগাতে পারছো না কিন্তু মনে মনে তো চক্র লাগাতে পারবে? তারজন্য তো কোনও খরচাও ব্যায় করতে হবে না, ভিসা নেওয়ারও প্রয়োজন নেই। দৌড়ঝাপ করারও প্রয়োজন নেই। শুয়ে শুয়েও করতে পারো। কি ভাবছো? এখন এইরকম কোনও প্ল্যান বানাও। নতুন পাঠ শুরু করো। এখন একটা ফাংশান তো পালন করেছো তাই না। যে সেবা করেছো, তার প্রত্যক্ষ ফল তো প্রাপ্ত হয়েছে। এখন নতুন সেবা করো। আচ্ছা।

বাপদাদা কেবল সামনে যারা বসে আছে, তাদেরকেই বলছেন না, সকল বাচ্চাদেরকেই বলছেন। বিদেশেও যারা শুনছো, তাদেরকেও বাবা বলছেন। যেখানে শুনছো, তা শান্তিবনে শুনছো বা উপরে পান্ডব ভবনে কিম্বা বিদেশে, যেখানেই শুনছো সেখানকার সকল আত্মাদের জন্য বাবা বলছেন। এখন অসীম জগতের সেবাধারী হও। নিজের সময় অসীম জগতের সেবাতে লাগাও। অসীম জগতের সেবাতে সময় লাগালে সমস্যা সহজেই পালিয়ে যাবে কেননা যদি অজ্ঞানী আত্মা হয় বা ব্রাহ্মণ আত্মা, যদি সমস্যাতে সময় লাগায় বা অন্যদেরও সময় ব্যায় করে, তাহলে প্রমাণিত হয় যে সে হলো দূর্বল আত্মা, নিজের শক্তি নেই। যার মধ্যে শক্তি নেই, প্রতিবন্ধী পা, আর তুমি যদি তাকে দৌড় লাগাতে বলো, তো সে দৌড়াতে পারবে নাকি পড়ে যাবে? তো সমস্যার বশীভূত আত্মারা, সে যদি ব্রাহ্মণও হয়, কিন্তু দূর্বল, শক্তি নেই, তাহলে সে কোথা থেকে শক্তি পাবে? বাবার থেকে ডাইরেক্ট শক্তি নিতে পারবে না কেননা সে দূর্বল আত্মা। তাহলে কী করবে? দূর্বল আত্মাকে কোনও সুস্থ আত্মা ব্লাড দিয়ে শক্তিশালী করে বা কোনও শক্তিশালী ইঞ্জেকশন দিয়ে শক্তি প্রদান করে তো তোমাদের সকলের মধ্যে শক্তি আছে। তাহলে শক্তির সহযোগ দাও, গুণের সহযোগ দাও। তাদের মধ্যে নেই, তোমরা প্রদান করো। প্রথমেও বলেছিলাম না যে - দাতা হও। তারা অসমর্থ, তাদেরকে সমর্থী বানাও। গুণ আর শক্তির সহযোগ দিলে তোমরা আশীর্বাদ প্রাপ্ত করবে আর আশীর্বাদ হলো লিফ্টের থেকেও তীব্র গতির রকেট। তোমাদেরকে পুরুষার্থের জন্য সময়ও দিতে হবে না, আশীর্বাদের রকেটে উড়ে চলে যাবে। পুরুষার্থের পরিশ্রমের পরিবর্তে সঙ্গমের প্রালব্ধ অনুভব করবে। আশীর্বাদ কিভাবে নিতে হয় - সেটা শেখো আর অন্যদেরকেও শেখাও। তোমাদের ন্যাচারাল অ্যাটেনশন আর আশীর্বাদ, অ্যাটেনশনও যেন টেনশন মিক্স না হয়, ন্যাচারাল হয়। নলেজের দর্পণ সদা সামনে আছেই। তাতে স্বতঃ সহজ নিজের চিত্র দেখতেই থাকবে। এইজন্য বলেছিলাম যে পার্সোনালিটির লক্ষণ হলো প্রসন্নচিত্ত। এটা কেন, কি, কিভাবে। এই কি কেন -র ভাষা সমাপ্ত। আশীর্বাদ নিতে আর দিতে শেখো। প্রসন্ন থাকা আর প্রসন্ন করা - এটাই হল আশীর্বাদ দেওয়া আর আশীর্বাদ নেওয়া। যেরকমই আত্মা হোক, তোমাদের হৃদয় থেকে প্রত্যেক আত্মার প্রতি প্রত্যেক সময় আশীর্বাদ দিতেই থাকবে - এরও কল্যাণ হোক। এরও বুদ্ধি শান্ত হোক। এ এইরকম, ও ওইরকম - এমন নয়। সবাই ভালো। এটা হতে পারে? আশীর্বাদ দিতে জানো? নিতে তো জানো, দিতেও জানো? যদি না দাও তো নেবে কিভাবে? দাও আর নাও। এ করবে না, আমি করবো। ব্রহ্মা বাবার সদা স্লোগান ছিল, ব্রহ্মা বাবা বারংবার স্মরণ করাতেন - যে কর্ম আমি করবো, আমাকে দেখে অন্যরাও করবে। যখন অন্যরা করবে তখন আমি করবো... এটা স্লোগান নয়। যেটা আমি করবো, আমাকে দেখে অন্যরা করবে। না হলে তো স্লোগান চেঞ্জ করে দাও। আর জগদম্বা মায়ের বিশেষ স্লোগান ছিল - হুকুমই হুকুম চালাচ্ছেন, তিনি চালাচ্ছেন আর আমি নিমিত্ত হয়ে চলছি। তো দুটি স্লোগান সর্বদা স্মরণে রাখো, ইমার্জ করো। ইমার্জ আছেই, শুনেছি... সদা স্মরণে থাকে... না। কর্মে দেখা যাবে। তো কী করবে? আশীর্বাদ দেবে, আশীর্বাদ নেবে নাকি নিন্দা করবে, ফীল করবে - এ এইরকম, এ ওইরকম? না। তাদেরকে আশীর্বাদ দাও। দূর্বল অর্থাৎ মায়ার বশীভূত। ভাষা আর সংকল্প পরিবর্তন করো। এটা সংকল্পেও যেন না আসে যে, এ পরিবর্তন হলে, আমিও হবো, না। আমি পরিবর্তন হবো। অন্যান্য কথাতে তো আমি আমি বলে থাকো, কিন্তু যে কথাতে 'আমি' বলার দরকার সেখানে 'অন্যরা করলে তবে করবো,' এটা কি? ভালো কাজ হলে তো বলবে আমি করেছি। আর এমন কোনও কাজ হলে তো বলবে, এ'করেছে। উল্টো হয়ে গেল তাই

না। কেউ যা কিছু করুক, আমাকে কি করতে হবে, আমাকে কি চিন্তা করতে হবে, আমাকে কি বলতে হবে, এতে আমিত্ব ভাব নিয়ে এসো। বডি-কনসাস এর 'আমি' নয়, সেবাতে আমি। তো এইরকমই শ্রেষ্ঠ ভাইব্রেশন ছড়িয়ে দাও। এখন বাণী কম কাজ করবে, হৃদয়ের সহযোগ, হৃদয়ের ভাইব্রেশন অনেক বেশী কাজ করতে পারে। আচ্ছা!

এখন এক মিনিটে সবাই নিজের সাইলেন্সের শক্তি ইমার্জ করো। একদম সাইলেন্স মন থেকে, তন থেকে ইমার্জ করো। (বাপদাদা ডেড সাইলেন্সের ড্রিল করালেন)

আচ্ছা। চারিদিকের সকল বিশেষ আত্মাদেরকে, সদা আত্মিক পার্সোনালিটির নেশায় থাকা আত্মাদেরকে, সদা অসীম জগতের সেবায় নিজেকে বিজি রাখা নিমিত্ত বিশ্ব কল্যাণকারী আত্মাদেরকে, সদা ব্রহ্মা বাবা আর জগদম্বার স্লোগানকে সাকারে রূপ দেওয়া, সদা উঁচুর থেকে উঁচু দৃষ্টি দিয়ে ভরপুর করার সেবাতে থাকা বাপসমান আত্মাদেরকে বাপদাদা আর জগদম্বা মায়ের স্মরণের স্নেহ সুমন আর নমস্কার।

বরদানঃ- স্বার্থ থেকে পৃথক আর সম্বন্ধতে প্রিয় হয়ে সেবা করা সত্যিকারের সেবাধারী ভব

যে সেবা নিজেকে বা অন্যদেরকে ডিস্টার্ব করে, সেটা সেবা নয়, সেটা হলো স্বার্থ। নিমিত্ত কোনও না কোনও স্বার্থ থাকে তাই তো নীচে-উপরে হতে থাকে। যখন নিজের বা অন্যের স্বার্থ পূর্ণ না হয় তখন সেবাতে ডিস্টার্বেন্স হয়। সেইজন্য স্বার্থ থেকে পৃথক আর সকলের সম্বন্ধে প্রিয় হয়ে সেবা করো, তখন বলা হবে সত্যিকারের সেবাধারী। খুব উৎসাহ উদ্দীপনা সহকারে সেবা করো কিন্তু সেবার বোঝা স্থিতিকে কখনও উপরে-নীচে না করে এই অ্যাটেনশন রাখো।

স্লোগানঃ- শুভ বা শ্রেষ্ঠ ভাইব্রেশনের দ্বারা নেগেটিভ সীনকেও পজিটিভে পরিবর্তন করে দাও।

অব্যক্ত সাইলেন্সের দ্বারা ডবল লাইট ফরিস্তা স্থিতির অনুভব করুন - করন-করাবনহার হলেন বাবা, যিনি করানোর তিনিই সবকিছু করাচ্ছেন, আমি নিমিত্ত করনহার হয়ে করছি, এই স্মৃতির দ্বারা কর্তাভাবকে সমাপ্ত করে পৃথক এবং প্রিয় হও। সকল বোঝা বাবার কাছে সমর্পিত করে নিজের অনাদি স্বরূপের স্মৃতিতে থেকে অনাদি স্বভাব-সংস্কার ধারণ করে ডবল লাইট স্থিতির অনুভব করো।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;